ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র হার হ্রাস পেলেও এদেশে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-আয় দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র। দরিদ্রাবস্থা অনুধাবনের জন্য দুটোর গতিধারাই আলাদাভাবে জানা প্রয়োজন। আয় দারিদ্রের দিক থেকে ২০০৫ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। অপরদিকে UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report 2007/08 হতে দেখা যায় যে, এসময়ে মানব-দারিদ্রের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বিশ্বে ১৪০ তম, যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভুটান ও মালদ্বীপের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১২৮, ১৩৬, ৯৯, ১৩৩ ও ১০০তম।

দারিদ্র দূর করে মানুষকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দেয়া বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। একারণে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে দারিদ্র বিমোচনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে দারিদ্র সম্পূর্নভাবে নির্মূলের অঙ্গীকার করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে একই সরকারের দারিদ্র বিমোচনে নানারকম উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ০.৫০ শতাংশ থেকে ১.৫০ শতাংশে উন্নীত হয় এবং মানব দারিদ্র সূচক ৪১.৬ থেকে ৩২.০ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। তাছাড়াও সরকার দারিদ্র নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার একটি হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি)। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র নিরসন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, শিশু ও সদ্যোজাত শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষা প্রতিরোধ সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলো অর্জনে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে। বর্তমান সরকার অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এমডিজি অর্জনের ব্যাপারে তার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

এসকল লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) পূনর্মূল্যায়ন করে নতুন কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ পদ্ধতি

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey - HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০৫ সালে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের পূর্বে খানা জরিপে শুধু ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হত। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake - FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake - DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard-core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs -CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০ ও ২০০৫ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্রসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non-food) ভোগ্য পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলতঃ বিবিএস পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫ এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্রের গতিধারা

১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দরিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ৪৮.৯ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ১৩.১)। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ১.৮ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ২.২% হারে)। অপরদিকে ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে এসেছে এবং এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ । এ'সময়কালেও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২% হারে)।

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী উভয় এলাকায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপিত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ দ্বারা পরিমাপিত) প্রায় সমভাবে হ্রাস পেয়েছে । উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পল্লী এলাকায় আয় দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা হ্রাসের হার শহর এলাকার চেয়ে অধিক ছিল।

সারণি ১৩.১: সাম্প্রতিক সময়ে আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	2005	2000	ewlK cwieZb (%) (2000-2005)	1991-92	ewlK cwieZb (%) (1991-92 থেকে 2000)
gv_v-MYbv mPK					
RvZxq	40.0	48.9	-3.9	58.8	-1.8
kni	28.4	35.2	-4.2	44.9	-2.2
cjx	43.8	52.3	-3.5	61.2	-1.6
`wi` e¨eavb					
RvZxq	9.0	12.8	-6.80	17.2	-2.9
kni	6.5	9.1	-6.51	12.0	-2.5
cjx	9.8	13.7	-6.48	18.1	-2.8
`wi` e¨eav‡bi eM					
RvZxq	2.9	4.6	-8.81	6.8	-3.8
kni	2.1	3.3	-8.64	4.4	-2.7
cjx	3.1	4.9	-8.75	7.2	-3.8

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

মাথা -গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা সারণি ১৩.২-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.২: মাথা-গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

জরিপ বছর	দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণ					
	জাতীয়		পল্লী		শহর	
	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)
দারিদ্র রেখা-১: অনপেক্ষ দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	৫৬.০	৪০.৪	৪১.২	৩৯.৫	১৪.৮	৪৩.২
২০০০	৫৫.৮	৪৪.৩	৪২.৬	৪২.৩	১৩.২	৫২.৫
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
দারিদ্র রেখা-২: চরম দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	২৭.০	১৯.৫	১৮.৭	১৭.৯	৮.৩	২৪.৪
২০০০	২৪.৯	২০.০	১৮.৮	১৮.৭	৬.০	২৫.০
১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৬	৫.২	২৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দারিদ্র ছিল ৪০.৪ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৩.২ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র ৪.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ছিল ৫৫.৮ মিলিয়ন যা ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র জনসংখ্যা ২ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেলেও তা পূর্বের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ছিল ১৯.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪.৪ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ০.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ০.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। । ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র ২০.০ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অনপেক্ষ দারিদ্র এর মত চরম দারিদ্রে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা ১৯৯১-৯২ এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মাথা -গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র প্রবনতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৩: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬	৩৪.৩	৩৭.৯	২০.০
বরিশাল	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪	৩৪.৭	৩৫.৯	২১.৭
চট্টগ্রাম	১৬.১	১৮.৭	৮.১	২৭.৫	৩০.১	১৭.১
ঢাকা	১৯.৯	২৬.১	৯.৬	৩৪.৫	৪৩.৬	১৫.৮
খুলনা	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮	৩২.৩	৩৪.০	২৩.০
রাজশাহী	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪	৪২.৭	৪৩.৯	৩৪.৫
সিলেট	২০.৮	২২.৩	১১.০	২৬.৭	২৬.১	৩৫.২
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪	৪৮.৯	৫২.৩	৩৫.২
বরিশাল	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪	৫৩.১	৫৫.১	৩২.০
চট্টগ্রাম	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮	৪৫.৭	৪৬.৩	৪৪.২
ঢাকা	৩২.০	৩৯.০	২০.২	৪৬.৭	৫৫.৯	২৮.২
খুলনা	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২	৪৫.১	৪৬.৪	৩৮.৫
রাজশাহী	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২	৫৬.৭	৫৮.৫	৪৪.৫
সিলেট	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬	৪২.৪	৪১.৯	৪৯.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

এখানে দু'ধরণের গণনা হার উল্লেখ করা হয়েছে; একটি হচ্ছে নিম্ন দারিদ্র রেখার জন্য এবং অপরটি হচ্ছে উচ্চ দারিদ্র রেখার জন্য। জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের সংখ্যা হল ২৫.১ শতাংশ, সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৪০.০ শতাংশে। এ পদ্ধতি অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের চেয়ে শহরাঞ্চলের দারিদ্র অনেক কম।

ভূমির মালিকানাভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে জমির মালিকানার ভিত্তিতে (সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা সারণি ১৩.৪ এ দেখানো হল:

সারণি ১৩.৪: জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা-২০০৫ (%)

জমির আয়তন (একর)	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**
ভূমিহীন	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮	৩০.৪	৫৩.১	২০.৫
<০.০৫	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭	৪৩.৩	৪৮.৮	২২.৩
০.০৫-০.৪৯	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪	৪০.০	৪১.৭	১২.৬
০.৫০-১.৪৯	২০.৮	২২.৮	৯.১	২৯.৬	৩০.৬	১৫.৪
১.৫০-২.৪৯	১১.২	১২.৮	২.৭	২১.৯	২২.৯	১.৪
২.৫০-৭.৪৯	৭.০	৭.৭	৩.০	১১.৫	১২.৪	০.০
৭.৫০+	১.৭	২.০	০.০	৪.০	৪.১	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**
ভূমিহীন	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১	৪৬.৬	৬৯.৭	৩৬.৬
<০.০৫	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭	৫৭.৯	৬৩.০	৩৮.৩
০.০৫-০.৪৯	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭	৫৭.১	৫৯.৩	২৭.৩
০.৫০-১.৪৯	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪	৪৬.২	৪৭.৫	২৭.৪
১.৫০-২.৪৯	২২.৯	২৫.৬	৮.৮	৩৪.৩	৩৫.৪	১০.২
২.৫০-৭.৪৯	১৫.৪	১৭.৪	৪.২	২১.৯	২২.৮	৯.১
৭.৫০+	৩.১	৩.৬	০.০	৯.৫	৯.৭	০.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগণ ভূমিহীন, ৫৬.৪ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৪৪.৯ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ৩৪.৩ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-১.৪৯ এবং ২২.৯ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১৫.৪ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৩.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ২৮.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২০.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১১.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৭.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ১.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । সুতরাং ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যন্নোয়ন ব্যতীত দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ তে উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.৫: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪
১৯৯১-৯২	জাতীয়	৩৩৪১	২৯৪৪	২৯০৪
	পল্লী	৩১০৯	২৭২১	২৬০৪
	শহর	৪৮৩২	৪৩৭৭	৪২৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

সারণি ১৩.৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় জাতীয় পর্যায়ে ৭২০৩ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৬০৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১০৪৬৩ টাকা। অন্যদিকে, ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় ছিল ৫৮৪২ টাকা, যা ২০০৫ সালে ২৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় তা ১১৫.৫৯ শতাংশ বেশী। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ৬১৩৪ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৫৩১৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৮৫৩৩ টাকা। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৪৮৮৬ টাকা, ৪২৫৭ টাকা এবং ৭৩৬০ টাকা ছিল । ২০০৫ সালে খানার মাসিক নামিক (Nominal) ব্যয় ২০০০ এর তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৮.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৫ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক (Nominal) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ৮৩১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে তা ছিল ৪৫৪২ টাকা, ৩৮৭৯ টাকা এবং ৭১৪৯ টাকা । মাসিক গড় ভোগ ব্যয় ২০০৫ সালে ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৫.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৬: জাতীয় পর্যয়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০০৫			২০০০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭	০.৯৩	১.০৭	০.৭৯
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৫	১.৮০	২.৪১	২.৮০	২.০২
ডিসাইল -২	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২	৩.৭৬	৪.৩১	৩.০৭
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭	৪.৫৭	৫.২৫	৩.৮৪
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১	৫.২২	৫.৯৫	৪.৬৮
ডিসাইল -৫	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬	৬.১০	৬.৮৪	৫.৬০
ডিসাইল -৬	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮	৭.০৯	৭.৮৮	৬.৭৪
ডিসাইল -৭	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩	৮.৪৫	৯.০৯	৮.২৪
ডিসাইল -৮	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮	১০.৩৯	১০.৯৭	১০.৪৬
ডিসাইল -৯	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮	১৪.০০	১৪.০৯	১৪.০৪
ডিসাইল -১০	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮	৩৮.০১	৩২.৮১	৪১.৩২
সর্বোচ্চ ৫%	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭	২৮.৩৪	২৩.৫২	৩১.৩২
জিনি অনুপাত	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭	০.৪৫১	০.৩৯৩	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-১ থেকে ডিসাইল-৫ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৬ থেকে ডিসাইল ৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে সর্ব নিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ১ শতাংশ থাকলেও (০.৯৩ শতাংশ) ২০০৫ সালে তা কমে ০.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৮.৩৪ শতাংশ থেকে ২৬.৯৩ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০০ সালে তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

মাথা পিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

১৩.৭ সারণিতে দেখা যায় যে, বাজার মূল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ সালের ১১,১০৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩১,৯০০ টাকায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত যৌগিক প্রবৃদ্ধি ৮.৪৫। অন্যদিকে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১১,১০৮ টাকা থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর ১৫,৬০৯ টাকায় (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের মূল্যে) এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে ব্যয়ের যৌগিক প্রবৃদ্ধি হল ২.৬৫।

সারণি ১৩.৭: মাথা পিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

(টাকায়)

অর্থ বছর	বাজার মূল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়	প্রকৃত মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় (১৯৯৫-৯৬ এর মূল্যে)
১৯৯৫-৯৬	১১,১০৮	১১,১০৮
১৯৯৬-৯৭	১১,৭৮১	১১,৩৩২
১৯৯৭-৯৮	১২,৫২৯	১১,০৯১
১৯৯৮-৯৯	১৩,৫১৬	১১,১৭৬
১৯৯৯-০০	১৪,৩৫৩	১১,৫৪৬
২০০০-০১	১৫,১২৬	১১,৯৩৭
২০০১-০২	১৫,৯৫২	১২,২৪৬
২০০২-০৩	১৭,১২৯	১২,৫৯৮
২০০৩-০৪	১৮,৪৫৬	১২,৮২৫
২০০৪-০৫	২০,১৪৫	১৩,১৪৭
২০০৫-০৬	২২,২৪১	১৩,৬২৯
২০০৬-০৭	২৪,৯০৮	১৪,৩৩৬
২০০৭-০৮	২৮,৫২১	১৪,৯৩২
২০০৮-০৯	৩১,৯০০	১৫,৬০৯
যৌগিক প্রবৃদ্ধি (১৯৯৬-০৯)	৮.৪৫	২.৬৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'National Accounts Statistics' -এর বিভিন্ন সংখ্যা এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক গাণিতিক হিসাব।

সাম্প্রতিক মূল্যফীতির প্রভাব

২০০৫ হতে ২০০৮ পর্যন্ত মুদ্রাফীতির ফলে বাংলাদেশে দরিদ্রদের উপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে। ২০০৮ সালে অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্ট বলা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের এপ্রিল হতে ২০০৮ সালের মার্চ সময়কালে চালের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দারিদ্ররেখার উর্দ্ধমুখী সরণ হয়। এর ফলে ২০০৫ হতে ২০০৮ সালের মধ্যে দারিদ্র নিরসনের যে প্রাক্কলন করা হয়েছিল (প্রায় ৫ শতাংশ) দারিদ্রের হার সে পরিমাণ না কমে মাত্র ২ শতাংশ হ্রাস পায় বলে অনুমান করা হয়। বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবও দারিদ্র বিমোচনে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশ্ব মন্দার কারণে সামাজিক নিরাপত্তায় গৃহীত পদক্ষেপ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা এবং দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে সরকার ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজে আশু করণীয় পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য) খাতের বর্তমান বরাদ্দ ৪,১৯৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪,৫৬৯ কোটি টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করেছে। তাছাড়া, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম (২০০৯-২০১০) -এর আওতায় পলিসি সাপোর্ট হিসেবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

- VGF বরাদ্দ ২ লক্ষ ২৫ হাজার মেঃ টন থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৪৭৫ মেঃ টনে এবং TR বরাদ্দ ২ লক্ষ মেঃ টন থেকে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০০ মেঃ টনে উন্নীত করা হবে।
- সরকারের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ঘোষিত দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এবং মন্দার প্রভাবে অর্থনীতিতে aggregate demand যাতে হ্রাস না পায় সে জন্য নতুন আঙ্গিকে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণ করা হবে।

- বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিসমূহকে সহায়তা করার জন্য যে তহবিল গঠন করেছে সে সব তহবিলের সুযোগও বাংলাদেশ গ্রহণ করবে।
- দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশন (PKSF) মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (MDF) সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF), ইনফ্যাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিল সমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভাতার হার ও পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে।

দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে নির্ধারিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৫৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। এ সকল কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি কর্মসূচি, গ্রামীণ সড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি যথা-শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি যেমন শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে, তেমনি মানব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ভাতার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ব্যাংকে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২,১৯৮.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১২.৯৬ শতাংশ এবং প্রাক্কলিত জিডিপির ১.৯৮ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
- নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
- খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম; এবং
- দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল ।

নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি:

- বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম;
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম;
- মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি;
- এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল;
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা;
- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা; এবং
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ২২০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ বাবদ ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত ২৬৮.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিলঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা হারে "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন" তহবিল চালু করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ তহবিলে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত ১.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবনধারনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মাসিক ভাতা ২২০ টাকা থেকে ২৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কর্মসূচির ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ। কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৬০ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত ২২.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এ কর্মসুচির আওতায় চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৬.০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত ২.৮৭ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রমঃ অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচির অধীনে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে । ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ বাবদ ২৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ৬৭.৫০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতাঃ দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসূচির অধীনে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দারিদ্র ম্যাপ অনুযায়ী ৬০ হাজার দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ২১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমঃ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ বাবদকৃত মোট ১০৮ কোটি টাকা বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বিআরডিবির অনুকূলে ২৫.০০ (পচিশ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ৫১৭ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের উপযোগী

দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রায় ৩.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত ২.২৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ৩৭,২১৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ৩.১১ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ভিজিডিঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ১.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৭২,৯০,২৬২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৪.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব মন্দার পরিপ্রেক্ষিত্রে সরকার সম্প্রতি এখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে।

টেস্ট রিলিফ ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রায় ২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত ১.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যায়ে ৮৩,০৪৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ২.১১ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিশ্ব মন্দার কারণে টিআর বরাদ্দও সম্প্রতি বৃদ্ধি করেছে।

জি আরঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১৮ হাজার ৫৬০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং ২.২৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী হিসাবে ১.০৬ কোটি টাকা দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি

দরিদ্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প যেমন আশ্রায়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম ও ঘরে ফেরা বাস্তবায়ন করা হবে বলে বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করেছে।

দারিদ্র বিমোচনে পশুসম্পদ খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মসূচি। দেশের ২০৬৯টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৯৩ হাজার। দুগ্ধ খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ডেইরী খামারসমূহকে অনুদান দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টীকা উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি পশু, হাঁসমুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিঃ মৎস্য খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে সরকার মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন, মানব সম্পদের উন্নয়নে প্রশিক্ষন প্রদান, মৎস্য ব্যবস্থাপনা (বদ্ধ, মুক্ত ও সমাজভিত্তিক এবং সামুদ্রিক), মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্য গবেষনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ।

গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিলঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১৯০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১১৪ কোটি

২৭ লক্ষ টাকা ছাড়করণ এবং ৪৬ হাজার ৬১টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে যাতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৩০ লক্ষ জন। এছাড়া, ইতোমধ্যে এ ইউনিট হতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকুলে ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সারা দেশে মোট ৪০৪টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০০টি উপজেলায় এ গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ঃ বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কাজ করছে। এ ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৫৩৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৪০৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা (আদায়ের হার ৮৫%)। দেশের ৬৪টি জেলার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৭৬ জন এবং ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৩৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

- **শিল্প কারখানার স্বেচছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ** শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/চাকুরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা- অবসরপ্রাপ্ত/শ্রমিক/কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃকর্মসংস্থানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির অনুকূলে মোট ৪১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং বর্তমানে তা আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১২ হাজার ৯৫ জন অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারির অনুকূলে ৫৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৬৯ শতাংশ।
- **কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচিঃ** কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ২০০৪-০৫, ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছাড়কৃত মোট ৪০ কোটি টাকা (যা আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) হতে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত ১৪৫৮ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৩৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

বাংলাদেশের গৃহহীন, ছিন্নমূল হতদরিদ্র প্রায় ৬৫ হাজার পরিবারকে আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা আশ্রায়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয় বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্পটি গৃহীত হয়। মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ৭৬ শতাংশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন

জাতীয় উন্নয়নে যুবসমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৪৯ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৫৭ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে এবং ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ২০৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল সহ ৮৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ও প্রসারে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটারের বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত মোট ৮৫৫৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ১৩ হাজার ২৪টি জলাশয় বিভিন্ন যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দিয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন "ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)" কর্মসূচির আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জন হতদরিদ্র মহিলাদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান এবং সুবিধাভোগীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি গম অথবা ২৫ কেজি পুষ্টি সমৃদ্ধ আটা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির জন্য ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে মোট ৮৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি) প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০ হাজার ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্হ মহিলাদের ২৪ মাস বৃত্তে মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ৩৫০ টাকা উপকারভোগীদের নগদ প্রদান করা হবে (তাঁদের ব্যাংক হিসাবে) এবং অবশিষ্ট ৫০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে রক্ষিত থাকবে, যা কার্যক্রম শেষে প্রদান করা হবে। তাছাড়া, এ প্রকল্পে বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধক কর্মকান্ড যেমনঃ পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্হ্য, মানবাধিকার, এইডস, মা ও শিশু স্বাস্হ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬০,৫৮৮ জন মহিলাদের মধ্যে ৩২.২৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায়ধীন স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমটির আওতায় ৫০০০/-টাকা থেকে ২০,০০০/-টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার জন্য ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকূলে ১৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ (আবর্তক) পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অর্থ ঘুর্ণায়মান আকারে সংস্থার ৪৮ উপজেলা এবং ৫৮ সদর উপজেলা শাখা নিয়ে মোট ১০৬টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫০০০/-টাকা থেকে ১৫০০০/-টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ছোট শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের জন্য হস্ত, কৃষি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনেও ভূমিকা রাখে। ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৬২,১১২টি। যার মধ্যে জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,০৯৮টি এবং প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ১,৬০,৯৯২টি। সমবায় সমিতিসমূহের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৮৪,৫৮,৩০৫ জন। দেশের অন্যতম প্রধান তরল দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন করে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি বিশেষ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সমবায় খাতের বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এর কার্যকরী মূলধনের পরিমান ৩৬৫.৯৪ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ২৭.৮৭ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২৫.৫৫ কোটি টাকা।

দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে আইসিটি খাতের সম্ভাবনাকে স্বার্থক করে ব্যাপক কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন মূলক প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Center), গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে ১৬,৭৪২ লক্ষ জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-ঐর উদ্দেশ্য হলো পল্লী অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকরী ঋণ প্রদান কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন। বর্তমানে ২৮টি জেলার ২২৬টি শাখায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ উপজেলাগুলো দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্হিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশই মহিলা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ৩৪১.৬৭ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিজস্ব কারিগরী সহায়তা দলের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ১,৩২,২৩১ জনকে ৩,৩৫,৫৯১ জনদিবস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, প্যারাটেকনিশিয়ান তৈরীর জন্য ৮৯১ জনকে প্যারাটেক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে ৫৭,৭৬০ জন সদস্যকে মোট ১,৭৮,১৩৪ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

বাংলাদেশ সরকার ও কোইকার সহায়তায় বার্ড কর্তৃক পরিচালিত 'কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৪.৫১ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র মুক্ত করা এবং ভৌত অবকাঠামো (যথা- সঙ্কুল, কালভার্ট, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার এবং নিরাপদ পানীয়ের জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন)-র উন্নয়ন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প, দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, গুড সীড ইনিশিয়াটিভ (জিএসআই), বীজ সম্প্রসারণে মহিলা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ধান প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম

বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজসেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS), শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD), জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার এবং এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয় এবং ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩১,৪২,০০২টি পরিবার উপকৃত হয়। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত মোট ২৭,৩৬,২৮৬ জন এবং সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে ২২,৬৯,৭১৬ জন উপকৃত হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে ২৯,০৪,২৫৭ জনকে এবং ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ২৮,৯৭,৭৬৩ জনকে।

গৃহীতব্য কার্যক্রম (২০০৯-১০ অর্থবছরে)

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- ২০০৯-১০ অর্থবছরে '১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি'-র পরিবর্তে অতিদরিদ্রপ্রবণ এলাকাসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে উপজেলাভিত্তিক দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী 'অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান' শীর্ষক নতুন একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ;
- উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের নিমিত্ত অনধিক দুই বছরের জন্য তাদের 'ন্যশনাল সার্ভিস'-এ নিযুক্ত করা;
- পথশিশুদের আবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে ৬ হতে অনুর্দ্ধ ১৮ বছরের পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা সহ প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা;
- দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট Assestive device, স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য সেবা পৌঁছে দেবার জন্য 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ; এবং
- সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বাড়ীকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা, উন্নয়নমূলক এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন এবং আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে NGO গুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি এবং শীতে দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদেরকে এনজিওরা সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। Credit and Development Forum (CDF) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত জরিপকৃত বাংলাদেশের মোট ৫৩৫টি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠন-এনজিওর উপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৩.৯১ কোটি। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত মোট ৭৩,২৩২.৩৬ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.২৪ শতাংশ। এসকল সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ

৩,০৯১.৪৭ কোটি টাকা। এদের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণের মধ্যে ২২,০৮৯.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও যোগাযোগ খাতে, ৫,৬০৭.৬১ কোটি টাকা পশু সম্পদ খাতে, ৪,০৭৯.৪৩ কোটি টাকা মৎস্য খাতে, ১৭৫৮.১৩ কোটি টাকা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে, ৮৪০.৩৭ কোটি টাকা কুটির শিল্পে এবং বাকী টাকা অন্যান্য খাতে।

জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের একটি চিত্র সারণি ১৩.৮ এ তুলে ধরা হল।

সারণি ১৩.৮: জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকা)

সংস্থাসমূহ	ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত		ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত		২০০৭ সালে ঋণ বিতরণের বার্ষিক পরিবর্তন	২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭ সালে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি (%)
	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)		
ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ	১,১২,৬০১.৪৯	-	৮৯,১০৪.১১	-	২৩,৪৯৭.৩৮	২৬.৩৭
১. মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান- এনজিও	৭৩,২৩২.৩৬	৯৯.২৪	৫৫,৫৬৭.৬৭	৯৯.২৫	১৭,৬৬৪.৬৯	৩১.৭৯
২ গ্রামীণ ব্যাংক	৩৫,৬৭৯.৮২	৯৮.০২	৩০,৬৩৬.৮৬	৯৮.৮২	৫,০৪২.৯৬	১৬.৪৬
৩. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	২,২৯২.৪১	৯৮.০০	১,৯৬৯.২৭	৯৮.১৯	৩২৩.১৪	১৬.৪১
৪. আরডিএস (আইবিবিএল)	১,৩৯৬.৯০	১০০.০০	৯৩০.৩১	৯৯.০০	৪৬৬.৫৯	৫০.১৫
পাইকারি ঋণ বিতরণ	২২,৭৯৬.২২	-	১৭,৯১৫.৫১	-	৪,৮৮০.৭২	২৭.২৪
১. পিকেএসএফ	৪,৯৭২.৫৭	৯৬.৮৭	৩,৫০৬.০৮	৯৮.৭৪	১,৪৬৬.৪৯	৪১.৮৩
২. ব্যাংকসমূহ	১৭,৮২৩.৬৫	-	১৪,৪০৯.৪৩	-	৩,৪১৪.২২	২৩.৬৯

উৎস: Microfinance Survey 2007 এবং অর্থ বিভাগ।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক: ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হল ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত: মহিলা ও মেয়েদের জন্য সংস্থাটি কাজ করে থাকে। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫,৫০২.৬৮ কোটি ও ৩১০২৩.০০ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮০,৯০,৩৬৯ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৭,৯৬,৭৬৯ জন।

আশা: ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থার মধ্যে আশা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের একমাত্র সংস্থা। উল্লেখ্য, ১৭টি দেশে আশার স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম অনুসরণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে আশা ফিলিপাইন ও নাইজেরিয়াতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সংস্থার ক্ষুদ্রঋণসহ মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৩,১৩৮.৬০ কোটি টাকা। ২০০৮ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জিত আসল ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ২৮,৫৩৪.০৪ কোটি টাকা এবং আদায় ২৬,২৭৭.২০ কোটি টাকা।

প্রশিকা: প্রশিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিওগুলোর একটি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরুর মাধ্যমে প্রশিকার আত্মপ্রকাশ। তবে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৬ সালে। বর্তমানে প্রশিকা ৫৯টি জেলার ২৪,২০৬টি গ্রাম ও ২,১১০টি বস্তিতে কাজ করছে। প্রশিকা অদ্যাবধি (ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত) ১১,৬৩,০০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,০৮৩ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। প্রশিকা পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে

১.১৩ কোটি দরিদ্র নারী-পুরুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দারিদ্রমুক্ত হতে সহায়তা করেছে ১২.৩৬ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে এবং সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ৬,৫১,৯৫৮ বালক-বালিকা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভসহ ১১,৫৪,০০০ দরিদ্র নারী-পুরুষ সাক্ষর হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রায় ১০ কোটি গাছের চারা রোপণ করেছে প্রশিকা।

শক্তি ফাউন্ডেশন: ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমান ১,১৫৭.৪০ কোটি টাকা ও আদায়ের হার ৯৯.৭০ শতাংশ।

টিএমএসএস: টিএমএসএস বাংলাদেশের বৃহত্তম নারী উন্নয়ন সংগঠন এবং অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সংগঠন। সংগঠনটি ১৯৮৫ সালে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সংগঠনের মূল লক্ষ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ছাড়াও সংস্থাটি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। টিএমএসএস কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রায় ২,৭৭৬.৯৮ কোটি টাকা, উপকারভোগীর সংখ্যা ৭,০৩,০৯৯ জন।

এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস): সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় এবং ঋণের স্থিতি ছিল ১,৫৫৪.০৬, ১,৩২৩.১০ ও ২৩০.৯৫ কোটি টাকা। এ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৫১,০৫০ জন মহিলা সহ মোট ৩৬,২৬৩,৬ জন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ: আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংস্থাটি সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক এবং পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ৭৫৫.০৩ কোটি টাকা ১৩,৫৫,১৬৫ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৯: প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও	২০০০ (ক্রমপু॥ঞ্জZ)	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৮ (ক্রমপুঞ্জিত)
ব্র্যাক										
॥eZiY	৫৪৪৪.৪৪	১৫০৯.৯৮	১৭০৬.৫৯	২০৭০.০০	২৫৯০.১৫	৩২৫৪.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	৮৪২৮.৯০	৩৫৫০২.৬৮
আদায়	৪৬৭৩.০৬	১৪৫৭.৪৭	১৬১৪.৭৮	১৮৩৮.০৩	২২৯০.৩১	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	৭৫৬০.০০	৩১০২৩.০০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৭৩৭১৯৩	৪১৩৮১৩৩	৩৫৩১৫১৩	৩৪০২৪৭৫	৪৮৫৮৭৬৩	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৮০৯০৩৬৯	৮০৯০৩৬৯
মহিলা	৩৬৫৬৯০৪	৪০৮০০৬৭	৩৫১৬৮৩৮	৩৩৯২৯৭৬	৪৭২৭২৮৬	৪৭০৮২৩৪	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭৭৯৬৭৬৯	৭৭৯৬৭৬৯
পুরুষ	৮০২৮৯	৫৮০৬৬	১৪৬৭৫	৯৪৯৯	১৩১৪৭৭	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৯৩৬০০	২৯৩৬০০
আশা										
বিতরণ	২৬০৯.২৭	৯৯৫.০৪	১৫৯৫.২২	২০০১.৫৪	২৪০৩.৯২	৩৩১৭.৯২	৪১৩১.৬১	৫৩৯৫.৩৪	৬০৮৪.১৮	২৮৫৩৪.০৪
আদায়	২২১০.৭৪	৮৫৭.১৬	১৩২২.১৯	১৮০৭.৯৩	২২০৮.৪০	২৮২২.৮২	৩৭১২.০০	৫০৬০.৪৬	৬০৬৮.০৮	২৬০৬৯.৭৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১২০৪৯৩৮	১৫৭৯৩৭২	২১৩৬১৬৫	২৩৪১৮১৯	২,৯৯৬,৬৬০	৫৯৮৮১৩৪	৬৪৫৫৯৭৯	৬৬৭৪০৫৮	৭২৭৬৬৭৭	৭২৭৬৬৭৭
মহিলাা	১১৩৬৯০৮	১৫১১৫৬১	২০৫৫৬২৮	২২৫৮১১৮	২৮৯৭৫০৩	৩৯১৭৫৬৬	৪৩০৩৭৮৭	৪৭১৬৯২২	৫১৪৪৬৬২	৫১৪৪৬৬২
পুরুষ	৬৮০৩০	৬৭৮১১	৮০৫৩৭	৮৩৭০১	৯৯,১৫৭	২০৭০৫৬৮	২১৫২১৯২	১৯৫৭১৩৬	২১৩২০১৫	২১৩২০১৫
প্রশিকা*										
বিতরণ	১৪৫৮.৫৯	৩৯৪.১	৪০৬.৭৬	৩৫৭.৪	২৭৭.০৭	২৮৮.১৩	৩১৬.৫০	৩১২.০০	২৬৭.০০	৪০৮৩.০০
আদায়	১২৪৯.৩৮	৩৬০.০৭	৪২৮.৪	৩৭১.২১	৩৫০.৬১	৩৩০.৭০	৩৪৩.০৯	২৯৮.০০	২৮৪.০০	৩৬২৮.০০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা			৩১৬৫৩৭০	৫৬৮৩৭	৪৯৭১০	২০০৭৬	১৫০৩০	৮২০৯	৬৭২৩	৩৩২১৯৫৫
মহিলাা			২০৩৭৩৫৬	৪০৯৭৫	৩৬৪৯৬	২১৪৯	১১৪৭৮	৬৭৫৯	৩৬৪০	২১৩৮৮৫৩
পুরুষ			১১২৮০১৪	১৫৮৬২	১৩২১৪	১৭৯২৭	৩৫৫২	১৪৫০	৩০৮৩	১১৮৩১০২
এসএসএস										
বিতরণ	১২৮.০০	৩৩.১৫	২৭.২২	৬৭.৩৬	৮৪.৭৮	১৬৫.৫২	২৬০.৭৭	৩৫৪.০৬	৪৩২.৬৯	১৫৫৪.০৬
আদায়	১১৪.৪৫	২৯.৫২	২৬.০২	৫২.৭৩	৭০.৩৫	১৩০.৭১	২০৪.৫৫	৩১০.৮৯	৩৮৩.৮৭	১৩২৩.১০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৭০৯১	৫২৪৯১	৭৪০৯৬	১০৬৭০৩	১৩৩৪০৪	১৮৪৫৯১	২৬০০১০	৩২০১১০	৩৬২৬৩৬	৩৬২৬৩৬
মহিলা	৪৬৪৫৫	৫১৮৯৪	৭২৮৭৭	১০২৩২৬	১২৯১৫৪	১৭৯৫১১	২৫৩৩৮৭	৩১১৩৮৩	৩৫১০৫০	৩৫১০৫০
পুরুষ	৬৩৬	৫৯৭	১২১৯	৪৩৭৭	৪২৫০	৫০৮০	৬৬২৩	৮৭২৭	১১৫৮৬	১১৫৮৬
কারিতাস										
বিতরণ	১৮২.৭৭	৬২.৯৪	৫১.৪১	৯০.১৩	৬০.৪৩	১০৬.১৮	১১৮.২৪	১৪৭.৭৮	১৪০.২০	৯৬০.০৭
আদায়	১২৯.২৩	৫২.১৭	৫৪.৮৯	৮২.৬৯	৫৮.৭৬	৯৪.৯৭	১১১.৮৫	১৩৭.২১	১৩৩.৭১	৮৫৫.৪৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩২৮৩০৩	(৪৪৭)	৪৯৬১	৩৩৭২৭	(১৮৬৫৭)	১৪৯৩৬	৪২২৭	৪৩৬২	৯৯৭১	৩৮১৩৫৩
মহিলা	২০৯৯৭৬	৩১১১	৫২৫৫	২৪৩৫১	(৫৫২৬)	১৪১২৪	৩৮৩১	৭০৯১	১০৫২৪	২৭২৭৩৭
পুরুষ	১৯৮৩২৭	(৩৫৮৮)	(২৯৪)	৯৩৭৬	(১৩১৩১)	৮১২	৩৯৬	(২৭২৯)	(৫৫৩)	১০৮৬১৬
টিএমএসএস										
বিতরণ	২৩৮.৭৬	২১৪.১৩	৯০.১৪	১২৯.৯১	১৬৮.৩২	২৯২.১১	৪০৯.৭৯	৫১৪.৮০	৫৭১.৯৩	২৭৭৬.৯৮
আদায়	১৮৪.৯৬	১৭৯.৯৩	৭৭.৩৬	১০৯.২৩	১৪৮.৭৫	২২০.০২	৩৫৯.৯৯	৪৫৭.৬৯	৫৪৮.১৫	২৪৫২.৬৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৯৭৮৪০	১১৮৯৯৯	৩৩৬০০	৫৪৯৪২	২৩৯৩৭	১১৫৪৭০	৬৮৫৮৭	৯৯৮২৬	৮৯৫৪৪	৭০৩০৯৯
শক্তি ফাউণ্ডেশণ										
বিতরণ	১০৬.৪৩	৫০.৬৫	৬১.১১	৮৪.২৮	১০২.৪০	১৫০.৪২	১৭৯.৯৭	১৭৬.১৩	২৪৬.০৪	১১৫৭.৪০
আদায়	৮৩.০৬	২৮.৮৪	৩৩.৪৩	৪৬.৬২	৬৩.৬২	৮৮.৯৩	১৬৫.১৫	১৬৮.৩১	২০৫.৫০	১০০২.৬৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৬৮৯০	৬৩১০০	৭৫১৩৭	১০০৪৬৪	১১৪৭০১	১৫৭৫১৭	১৬৭১১৩	১৫৬১০৮	২৪৬৬০৯	২৪৬৬০৯
ব্যুরো বাংলাদেশ										
বিতরণ	১৫৯.৯৫	৪৬.৬৪	৬৯.৫৭	১০৮.২৭	১৫২.৮	২৩৬.৮৪	৩১৮.০৩	৩৭৫.১৬	৫৯০.৫৮	২০৫৭.৬৬
আদায়	৮৭.২১	৩৮.৮০	৫৮.২৫	৯৩.৭৮	১৩২.৫২	১৯৬.০০	২৭৭.৪৫	৩৩৭.২৭	৪৬৫.২৬	১৬৮৬.৫৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২১২১০১	৯৬৫৩৭	১২৪৪৪৬	১৮৪৬০৯	২২১৩৬৬	২৭৩,২৮৬	৩৩১৩২৯	৩৭৬৭১০	৬০২২৭৩	২৪২২৬৫৭
স্বনির্ভর বাংলাদেশ										
বিতরণ	২১৪	৩৯.৮৬	৩৯.৪৬	৪০.৬৬	৬০.৭৫	৭৫.৯১	৯১.৩৬	৯৬.৩০	৯৬.৭৩	৭৫৫.০৩
আদায়	১৬২.২৬	৩১.৭২	৩৩.৩২	৩৪.৫৮	৪৩.৩৮	৬১.৫৪	৭০.৯৪	৭৫.৯১	৮৪.৫৭	৫৯৮.২২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১০৮৫৮	৪৭৪৮২	৫৪৭৬৩	৫৪২১৭	৬২৯১৫	৯৪৯৪৫	১২৯৮৯৪	১০১৮৬৪	১০৪৭০২	১৩৫৫১৬৫
মহিলা			৪৯৬৮১	৫০৪২০	৫৯৭৭৫	৯০৫৬৫	১২৬৩৩২	৯৮৮০৭	৯৭৩৪২	১১৩৩১৮৩
পুরুষ			৫০৮২	৩৭৯৭	৩১৪০	৪৩৮০	৩৫৬২	৩০৫৭	৭৩৬০	২২১৯৮২
মোট										
বিতরণ	১০৫৪২.২১	৩৩১৩.১৬	২৪৫২.২৬	৪৯৪৯.৫৫	৫৯০০.৬২	৭৮৮৭.২৪	১০০৮৭.৮১	১৩৬০৪.৪৪	১৬৮৫৮.২৫	৭৭৩৮০.৯২
আদায়	৮৮৯৪.৩৫	৩০৩৫.৬৮	৩৬৪৮.৬৪	৪৪৩৬.৮০	৫৩৬৬.৭০	৬৮৭২.৫৩	৮৮৭১.৪১	১১৮৮২.৬৭	১৫৭৩৩.১৪	৬৮৬৩৯.৪৯

উৎসঃ ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, এসএসএস, কারিতাস, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ,* প্রশিকার সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

নোটঃ টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ ও শক্তি ফাউন্ডেশন-এ সুবিধাভোগীর জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন পাওয়া যায়নি।

গ্রামীণ ব্যাংক

বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোন প্রকার জামানত ব্যতীত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় এবং ব্যাংকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১০ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

▯eeiY	জুন ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	জুলাই, ০৮-এপ্রিল, ০৯	এপ্রিল, ০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
বিতরণ	১৬১৪১.১২	১৮৭৯.৮১	২৩৩৫.৬২	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮৫	৫৮৩৪.১৭	৪৪৫১০.৯৩
আদায়	১৪৯১৯.২৫	১৬৭৬.৩৩	১৯৮০.১৬	২৫৮১.৫৪	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০৯	৪৮৯২.৮৬	৩৯৫৭৭.৫৭
আদায়ের হার (%)	৯২.৪৩	৯৯.০০	৯৮.৯৬	৯৮.৯৫	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৯৪	৯৭.৯৪
শাখার সংখ্যা	১১৭৫	৭	৭৬	২৭৯	৬৪৮	২৪৬	৮৬	৩৭	২৫৫৪
গ্রামের সংখ্যা	৪০৬৯৩	১৯১৮ টি	৩২৯৮	৮১১৩	১৫১১৮	৯৫১৯	৩৬৫৩	১৯২৫	৮৪২৩৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা (জন)	৪৭৫৭০২৮	২৭৮৬৭৪৮	৩৬২৬৯৩৭	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০০	৭৮৪০৫৮৩	৭৮৪০৫৮৩
মহিলা (জন)	৪৫১৭৭৯১	২৬৫৭১০৫	৩৪৬৮১৪৭	৪৫৭৩৬৮১	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০৪	৭৬০০৩৮৫	৭৬০০৩৮৫
পুরুষ (জন)	২৩৯২৩৭	১২৯৬৪৩	১৫৮৭৯০	১৯০৫৩৫	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৭০৯৬	২৪০১৯৮	২৪০১৯৮

Drmt গ্রামীY ব্যাংক

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৫৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৭০০৭.৪৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ ঋণ পুন:চক্রায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪৩৩৫৮.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৮৪.১৬ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৯১ শতাংশেরও বেশী।

আগে পিকেএসএফ কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আট ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে, যথা (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ; (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ; (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ; এবং (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ (Microenterprise) ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি; (ছ) বৃহত্তর রংপুর জেলার মঙ্গা কবলিত এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য "Programmed Initiative for Monga Eradication (PRIME)" শীর্ষক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম; এবং (জ) দরিদ্র-বান্ধব উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য 'Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)' শীর্ষক কার্যক্রম। মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে ফাউন্ডেশন দরিদ্রতমদের জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি সারণি ১৩.১১ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৩.১১: পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০০১ পর্যন্ত)	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (মার্চ, ০৯ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (মার্চ, ০৯ পর্যন্ত)
বিতরণ (কোটি টাকায়)	৯৪৮.১২	২৫৪.৭৪	৩০৪.১০	৩৪০.৫৬	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	১৪০৮.০৮	১৩৪২.৫১	৭০০৭.৪৩
আদায় (কোটি টাকায়)	২৯৪.৫৭	১০৪.১৫	১৬০.৩৯	২৪৩.০০	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	১০০৯.৮৮	৯৭১.৫১	৪২০২.১৪
আদায়ের হার (%)	৯৮.৪০	৯৮.৪১	৯৮.১৭	৯৭.৪০	৯৬.৯৬	৯৬.৭১	৯৮.৩৭	৯৭.৮৭	৯৭.৯৮	৯৭.৯৮
সহযোগী সংস্থা	১৯৯	২০৫	২১৩	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৭	২৫৭	২৫৭
সুবিধাভোগী	২৬২৯১৭৪	৩৮৫৭৩৫৭	৪৪৮৫৮৩২	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬২০৭৯৭১	৭৭২৩৪৫১	৮২৮৩৮১৪	৮৪১৫৯৭২	৮৪১৫৯৭২
মহিলা	২৩৯৮০৮২	৩৩৮৯৫৬৬	৩৯৯৯৩৩২	৪৬২১০৬০	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭৬১০৫৮১	৭৭১৩৩৬৫	৭৭১৩৩৬৫
পুরুষ	২৩১০৯২	৪৬৭৭৯১	৪৮৬৫০০	৪৮৩৬৮০	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৭৩২৩৩	৭০২৬০৭	৭০২৬০৭

উৎসঃ পিকেএসএফ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন মুলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত একটি বৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান। গোড়ার দিকে বিআরডিবিকে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির (টিসিসিএ-কেএসএস) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে অবতীর্ণ হয়। বর্তমানে এক দিকে বিআরডিবি মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে টিসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, বিভিন্ন দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান যথাঃ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর'০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হার যথাক্রমে ৮৩০০.৪৪ কোটি টাকা ও ৯৩ শতাংশ।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১২ তে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংকসমূহের ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪,০৩৪.২৪ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ১৪,১১০.৩৩ কোটি টাকা। আদায়ের হার ১১৩.০২ শতাংশ ।

সারণি ১৩.১২: তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ১৯৯৯-০০ পর্যন্ত	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (ডিসেঃ ০৮)	ডিসে ঃ ০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৩৫৩১.৭৮	৩৩০.৪৩	৩০৭.৫৭	৩৬১.৫৭	৪৬০.১৮	৪৮৫.৯০	৪৫৬.৬২	৩৪৫.৪৩	৪৫৫.৫৩	২০১.৪৬	৬৬০৯.৪৪
আদায় (কোটি টাকা)	৩১৩২.৪১	৩৪৫.৫	৪৩৪.৩৬	৪৩৪.৭	৫৪৭.৭৯	৪৭৩.৭৭	৪৬৩.৮৩	৬০৮.৬৮	৭৯৬.৬৩	৩২৮.৪০	৭৫৯০.৭৪
আদায়ের হার (%)	৮৮.৬৯	১০৪.৫৬	১৪১.২২	১২০.২৩	১১৯.০৪	৯৭.৫০	১০১.৫৮	১৭৬.২১	১৭৪.৮৮	১৬৩.০১	১১৪.৮৫
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	-	-	-	-	-	২১০১৩২	১৩৯০৩০	৯৬২০৩	১৫১৬২১	১১৭২৯৩	৫৩৩১৮০৪
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১০৬১.৭৫	৯১.৩৪	১০২.৩৯	৪৫.৮৯	৪৪.০৮	১০০.৩৪	১৮২.০৭	২১০.৬০	২৯০.৪০	১২২.৫০	২২৫১.৩৬
আদায় (কোটি টাকা)	৯৯৯.২	১১৩.৭৪	১১২.৭৭	৪৩.৭২	৫১.৬৫	৯৭.৪৭	২১২.০৯	২৬৮.৩৯	২৮৮.৭৩	১৪৫.২৬	২৩৩৩.০৩
আদায়ের হার (%)	৯৪.১১	১২৪.৫২	১১০.১৪	৯৫.২৭	১১৭.১৭	৯৭.১৪	১১৬.৪৯	১২৭.৪৪	৯৯.৪৩	১১৮.৫৮	১০৩.৬৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৭৮৭৪২৪	৭৫৪৮৫	৭৬৬১৬	২২১৬০	২৩০৯৯	৪২৪৩৫	১০৪৩৮৭	১০৯৭৫৬	১১৫৩৮৪	৪৭৫৮৯	৩৪০৪৩৩৫
জনতা ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৩৭০.১৩	১৩১.৯৩	১১৩.২৯	১২৬.১	২২৭.৪৭	১৯৩.৭৫	১৯৩.৭৫	২৯০.১৬	৪৯৭.৯৩	২৫৫.৪৩	৩৫৭৬.৪৩
আদায় (কোটি টাকা)	১১৯৪.৮০	১২৭.৩১	১১৯.৫৩	১২০.৯	১৬৩.৫২	১০৬.৫৪	১০৬.৫৪	২৪৯.৮১	৩৫৫.৯০	১৯৯.৫০	২৮৭৯.৮১
আদায়ের হার	৮৭.২০	৯৬.৫০	১০৫.৫১	৯৫.৮৭	৭২.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	৮৬.০০	৭১.০০	৭৮.০০	৮১.০০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৩০৫৯১	৮৯৫০০	৮৮৪০০	৯৭০০০	১২৯৯০৮	১০১২২০	১০১২২০	১৪৫০৮০	১২৪৪৮৩	৫৬৭৬২	১৪০৭৬২২
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৬০৯.৩৬	১২০.৩৬	৯০.৯২	৯৩.৫৮	৬৮.১৬	৫৮.৮৬	৫৭.০২	৫৪.৫১	৫৩.৪৩	৩০.৫৬	১২৩৬.৭৬
আদায় (কোটি টাকা)	৪৬৪	১১৮.১৮	১০১.৪৪	৯৮.০০	৪৬.৬০	৩৭.২৭	৪৩.২৪	৫১.৮৪	৫১.৪৬	৩৫.৪২	১০৪৭.৪৫
আদায়ের হার (%)	৭৬.১৫	৯৮.১৯	১১১.৫৭	১০৪.৭২	৬৮.৩৭	৬৩.৩২	৭৫.৮৩	৯৫.০০	৯৬.৩১	১১৫.৯০	৮৪.৬৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১৮৬৪৭৩	১২০৮৮২	৮৭২৭৪	৮০২৮৯	৬০৯৮৭	৫৯১১৭	৫০০৮৩	৫২০২৮	৪৭৭৬১	২২৭৪৫	১৭৬৭৬৩৯
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১০৬.৯৭	২১.৮১	১৮.০০	১৩.৬৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	৭.৪০	২৬১.০২
আদায় (কোটি টাকা)	৭৪.৪২	১৭.০৬	১৭.৮৪	১৩.৪৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	৭.৩৩	১৮৯.৮৪
আদায়ের হার (%)	৬৯.৫৭	৭৮.২২	৯৯.১১	৯৮.৭৫	৬৯.৩৯	৪৭.২৮	৭২.৭০	৮৮.১৯	৮০.২৯	৯৯.০৫	৭২.৭৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১৬৬০৭	২২৯৫০	২৫২৮৭	১১২৩৪	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	১৫৮৩৮	৬৫৩৩	২৯৫৫৫৫
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড											
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৯.৪৩	১.০৫	১.০৬	২.২৪	৫.১৭	১৫.২৮	১৬.০৯	১১.০২	১৬.৯৭	১০.৯২	৯৯.২৩
আদায় (কোটি টাকা)	১৭.৯৮	১.১০	১.০৯	০.৮২	২.০৫	৫.২৭	১০.১৫	১১.৯৫	১২.১৬	৬.৮৯	৬৯.৪৬
আদায়ের হার (%)	৯২.৫৪	১০৪.৭৬	১০২.৮৩	৩৬.৬১	৩৯.৬৫	৩৪.৪৮	৬৩.০৮	১০৮.৪৪	৭১.৬৫	৬৩.০৯	৭০.০০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৬৪৯৭	১১৮৯	১৬৭৬	২১৮৮	২৪২৭	৫৪০২	৫৪৩১	২৮০৪	৪২৪২	২৭৩০	৫৪৫৮৬
মোট											
বিতরণ (কোটি টাকা)	৬৬৯৯.৪২	৬৯৬.৯২	৬৩৩.২৩	৬৪৩.০২	৮২৩.০৩	৮৮৪.৮৬	৯৩৪.৭৮	৯২৬.৭১	৫৮৪.৩৩	৬২৮.২৭	১৪০৩৪.২৪
আদায় (কোটি টাকা)	৫৮৮২.৮১	৭২২.৮৯	৭৮৭.০৩	৭১১.৬১	৮২৪.০৮	৭৩৪.৮৫	৮৫৭.১	১২০৩.৮৯	৭২৪.১৫	৭২২.৮০	১৪১১০.৩৩
আদায়ের হার (%)	৮৭.৮১	১০৩.৭৩	১২৪.২৯	১১০.৬৭	১০০.১৩	৮৩.০৫	৯১.৬৯	৭৬.৯৮	৮০.৬৯	১১৫.০৫	১১৩.০২
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪,৫৪৭,৫৯২	৩১০,০০৬	২৭৯,২৫৩	২১২,৮৭১	২৩৫,০১৮	৪৬৬,১৪০	৪৩০১৮৪	৪২২৫০৫	৪৫৯৩২৯	২৫৩৬৫২	১২২৬১৫৪১

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলী ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিম্নের সারণি **১৩.১৩** তে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১৩: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (মার্চ '০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৪৮৫৯৯৬	১৭৮৩৮৯	৬৬৪৩৮৫	৮২৩.২১	৯৬.০৯
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৮৬৪৫	৭৬১৫	৩৬২৬০	৮৬.৪০	৯৮.০০
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৫৬৫	৫০১১২	৫১৬৭৭	৭২.২৯	৯৮.০০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৫৫৬০৬৯	৭৮২১১	৬৩৪২৮০	২০০৪.২০	৯৯.০০
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	০১	১৩২৮০	১৩২৮১	২৩২.৫৫	৮৫.৩০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২৫৭৫২৮	৫৩০১৫	৩১০৫৪৬	১৯৩.১০	৯৭.৫০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৫২৫১	৪২৮৯৭	৪৮১৪৮	৭৮০.২৭	৬৭.৪৯
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৯৪০	-	১৩৯৪০	৮.১৫	১০০.০০
মোট	১৩৪৮৬৪৪	৪২২১০৮	১৭৭০৭৫২	৪১৮২.৬০	-

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৭৩৮.১১ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৮২৮০.৩৬ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৪)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ১৩.১৪: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	জুন ২০০৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (ডিসে, ০৮ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে,০৮)
অর্থবিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় (রাকাব)	বিতরণ	০.২৪	১.৮৬	৬.৭৬	৯.০৭	১৩.১৬	২১.৫১	১৩.১৩	৬৫.৭২
	আদায়	-	০.৬০	২.৪৯	৬.৪৫	৯.৮১	১৩.৩৪	৮.৮৭	৪১.৫৫
	হার (%)	-	৯৮.০০	৯৩.০০	৯৫.০০	৯৪.০০	৯৬.০০	৯৫.০০	৯৫.০০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডিবি								
	বিতরণ	৩৩৭২.২১	৪১৯.৪৪	৬৫৪.৮৬	৬৮৩.৭৭	৮৬২.৭৩	৭৯৬.০৬	৩২৫.১২	৬৪৩৩.৯৩
	আদায়	২৮৯৫.২৪	৩৮০.৩৫	৪৭৪.১৮	৭২০.০৪	৮৮৭.০৭	৬৮০.৫২	২৯৮.৭৮	৫৬৪৬.১৭
	হার (%)	-	৯১.০০	৮৯.০০	৯৪.০০	৯৩.০০	৯৪.০০	৭১.০০	-
	বিএআরডি								
	বিতরণ	৭৭.৭৫	৭.০৭	৩.১১	১.৪৫	০.১৫	০.২৩	০.৬৬	৯০.৪২
	আদায়	৭৩.৩৬	৯.০০	৫.২৫	১.৭৭	০.১৪	০.২২	০.৪৩	৯০.১৭
	হার (%)	৯৪.৩৫	১২৭.৩০	১৬৮.০১	১২২.৩০	৮৯.৫৪	৯৮.০০	৬৫.০০	৯৯.৭২
	আরডিএ								
	বিতরণ	৮.২৬	১.৪৩	১.৯৪	১.৯৯	২.২৬	৩.৫৭	২.৭৩	২২.১৮
	আদায়	৭.৮৬	১.২২	১.৩৯	১.৯৮	২.১৬	২.৬৯	২.১৮	১৯.৪৮
	হার (%)	-	৮৫.৩১	৭১.৬২	৯৯.৫৮	৯৫.৪০	৭৫.২৯	৮৩.০০	৮৭.৮৩
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর								
	বিতরণ	২০৮.০০	১১.১৩	২৩.৯৯	২৭.৬৫	২৪.১৮	০.৩৩	২.৬৭	২৯৭.৯৫
	আদায়	১৩২.৩৫	১০.৩৪	১৩.৩০	২৫.০৮	৩০.২৫	৮.৮৫	৩.২৫	২২৩.৪২
	হার (%)	-	৯২.৯৩	৫৫.৪৩	৯০.৭১	৯৮.০০	৬৭.০০	৭২.০০	৭৫.০০
	জাতীয় মহিলা সংস্থা								
	বিতরণ	২০.৪৭	০.৬৬	৫.২৬	৩.৫৮	২.৯৫	১.৯৯	-	৩৪.৩৭
	আদায়	২০.২৩	১.০৪	৪.২২	৩.৩৩	১.৭৩	১.২৫	৩.৫৯	৩৪.৯৯
	হার (%)	-	১৫৭.৫৮	৮০.২৬	৯৩	৫৮.৬৪	-	-	৯১.০০
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ সেবা অধিদপ্তর								
	বিতরণ	৫১৭.৫৬	৫৪.৮৮	৪৪.৫৯	৭১.৮৬	৪১.০২	৬৪.৯০	৩০.৩২	৭১৮.৫৭
	আদায়	৪৭২.৫৬	৪৯.৬০	৪০.৩০	৫৩.৫৪	৩২.৩৩	৫২.৪১	২৮.৭৯	৬১৬.৫৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	জুন ২০০৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (ডিসে, ০৮ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে,০৮)
	হার (%)	-	৯০.০০	৯০.০০	৭৫.০০	৭৯.০০	৮১.০০	৯৫.০০	৮৬.০০
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তর								
	বিতরণ	-	-	২.৫০	২.০০	-	-	-	৪.৫০
	আদায়	-	-	-	-	১.০২	২.০৮	২.৩৯	২.৩৯
	হার (%)	-	-	-	-	৬৮.৯৭	৭১.৫০	৭১.৯৫	৫৩.১২
	পশু সম্পদ অধিদপ্তর								
	বিতরণ	১৮.৪৪	২৩.৯৩	১৮.৮১	৫.৪৯	-	-	-	৬৬.৬৭
	আদায়	১২.৬৮	২.৩০	৪.৬৬	৫.৬১	১০.৭৪	১৬.৭১	১৭.৪৮	৩৯.৫৭
	হার (%)	৬৮.৭৬	৯.৬১	২৪.৮০	১২.৬০	২৫.৪০	৪১.৫০	৪২.০০	৫৯.৩৫
শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক								
	বিতরণ	১৫৭.৬৭	২৯.২২	২৫.৯৪	২২.০৭	১৩.৭১	৪.৩২	১.৮০	২৬৩.৫১
	আদায়	১২৬.৭৫	২৭.৪৬	২৩.২৬	২২.৭১	১৯.৬৭	১০.৫৭	৩.২৯	২১৩.৫০
	হার (%)	-	৮৯.০০	৮৯.০০	৮৫.০০	৭২.০০	৭৪.০০	৭৩.০০	৭৮.০০
	সিরোটসি ট্রাস্ট								
	বিতরণ	১৪.০০	৭.৬৪	৯.৭৯	৯.৪১	৯.২৬	৩.৬৪	৪.০৭	৫৮.৫৫
	আদায়	১২.০৯	৪.১১	৬.৩৬	৮.৩৩	৮.৩০	৩.৫৩	৩.৪৮	৪৫.১৬
	হার (%)	৮৬.৩৬	৫৩.৮০	৬৪.৯৬	৮৮.৫২	৮৯.৬৩	৯৬.৯৮	৮৫.৫০	৭৭.১৩
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড								
	বিতরণ	৩.৩১	০.২৬	০.২৫	০.২১	০.২৯	০.৩৪	০.৩৪	৫.০০
	আদায়	৩.৪৯	০.২৮	০.২৫	০.২২	০.৩১	০.৩৫	-	৪.৮৯
	হার (%)	১০৫.৫৫	১০৫.৭০	১০১.৬৩	১০১.৬০	১০৪.০০	১০৪.০০	-	৯৭.৭৪
	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর								
	বিতরণ	১৫৯.০৭	১৪৭.৪৬	৬৯.৭৭	২৭.৮২	৩৫.৩৮	৩১.৩৫	১৩.৪২	৪৮৪.২৭
	আদায়	১১৬.৪৬	৯৯.৫৩	৫২.২৫	২০.৩৮	৩৪.০০	৪৮.১৬	২৬.৬০	৩৯৭.৩৮
	হার (%)	৭৩.১৫	৬৭.৫৩	৭৫.০০	৭৩.০০	৯৬.০০	১৫৩.০০	১৯৮.২১	৮২.০৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৬৮.৪৩	০.০০	৮.৭০	১০.১৪	৫.৫০	৮.৭৬	১.২৭	১০২.৮০
	আদায়	৫৫.৪৩	০.০০	৭.২২	৬.৩৭	৩.৮২	৫.৬০	১.০২	৭৯.৪৬
	হার (%)	৮১.০০	০.০০	৮২.৯৯	৬২.৮২	৬৯.৪৫	৬৩.৯৩	৮০.৩১	৭৭.২৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	বিতরণ	৫৪.৮৫	১.৩৩	৩.৩৭	৬.০০	১৬.৩২	৩১.৯৫	৮২.৬১	১৯৬.৪৩
	আদায়	২২.৭২	১.০৩	২.৬৬	৩.৩১	৯.২৮	২১.৮০	৫০.৬০	১১১.৪৩
	হার (%)	৪৭.২৬	৭৭.৪৪	৯৬.০০	৮৮.৮৯	৯৮.০০	৮৪.০০	৯৩.০০	৮৩.০০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)	বিতরণ	৫১১.৬৩	৩৪.৬৫	৬২.৮৭	৭৭.৭৭	৬০.০২	৬১.৭৫	২৪.৬১	৮৩৪.৩০
	আদায়	৪২৭.৯৭	৩৩.২৭	৪৪.৯৮	৫৭.৩৭	৭৪.৪৬	৬১.১৬	২৮.৮২	৭২৮.০৩
	হার (%)	-	৯৬.০১	৭১.৫৪	৭৩.৭৭	১২৪.০৬	৯৯.০৪	১১৭.১০	৮৭.২৬
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	তাঁত বোর্ড								
	বিতরণ	২১.৫৮	৮.০৭	৯.১৬	৪.৬৮	৩.৩১	০.৬০	০.৩০	৪৭.৭০
	আদায়	৭.০১	৩.৬২	৩.১২	৩.৬০	৪.০৮	২.৩৪	১.০৮	২৪.৮৫
	হার (%)	-	৪৪.৮৬	৩৪.০৬	৫৫.১১	৫৭.৯৫	৪৩.৪১	৩০.৮৫	৫১.৬০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	০	০	১০.১৬	৩.৮৬	৮.৬০	২.০৮	১.৫৮	২৪.৭০
	আদায়	০	০	০.৪১	১.৯৭	২.৮২	২.৭৬	২.৭১	৭.৯৬
	হার (%)	০	০	২৭.০০	৩৮.০০	৪২.০০	৪২.০০	৩২.০০	৩২.২৩
মোট	বিতরণ	৫২১৩.৪৭	৭৪৯.০৩	৯৬১.৮৩	৯৬৮.৮২	১০৯৮.৮৪	১০৩৩.৩৮	৫০৫.৬৮	৯৭৫১.৫৭
	আদায়	৪৩৮৬.২০	৬২৩.৭৫	৬৮৬.৩০	৯৪২.০৬	১১৩১.৯৯	৯৩৪.৩৪	৪৮৩.৭৭	৮৩২৬.৯৬

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ।